The Daily Star

02 November, 2015

Advertisement

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র একটি পরিবেশ বান্ধব প্রকল্প

ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে বিদ্যুৎখাতের মহাপরিকল্পনায় কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। Power System Master Plan (PSMP) -2010 অনুযায়ী ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেঃ ওঃ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫০% অর্থাৎ ২০,০০০ মেঃ ওঃ কয়লা থেকে উৎপাদন করা হবে। বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার রামপালে ১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ এমনি একটি উদ্যোগ। শুধু বাংলাদেশ নয় বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে কয়লাকে বেছে নিয়েছে। উল্লেখ্য যে, মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের মধ্যে যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ৪০%, জার্মানী ৪১%, জাপান ২৭%, ভারত ৬৮%, দক্ষিন আফ্রিকা ৯৩%, অষ্ট্রেলিয়া ৭৮%, মালয়েশিয়া ৩৩% এবং চীন ৭৯% বিদ্যুৎ কয়লা থেকে উৎপন্ন করে সেখানে বাংলাদেশ মাত্র ২.০৫% বিদ্যুৎ কয়লা থেকে উৎপাদন করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ানো এখন সময়ের দাবী।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এ প্রকল্প নিয়ে একটি মহল ও কতিপয় ব্যক্তি বা সংগঠন বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার ও কর্মকান্ড পরিচালনা করছে যা অমূলক, ভিত্তিহীন ও দেশের স্বার্থ বিরোধী। বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে সুন্দরবন নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত। সুন্দরবনের ইউনেস্কো হেরিটেজ থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ৬৯ কি.মি. দূরে এবং সুন্দরবনের প্রান্তসীমা থেকে ১৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত। সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হলে সুন্দরবনের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা কমবে এবং বন কেটে বসতি স্থাপন ও আবাদ, মৎস আহরণ এবং প্রাণের ক্ষতিকর নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হ্রাস পাবে। পক্ষান্তরে, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণের ফলে সুন্দরবনের উপর স্থানীয় অধিবাসীদের নির্ভরশীলতা কমবে ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ফলে সুন্দরবন সংরক্ষিত হবে।

সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত প্রতি ইউনিটে তিন পয়সা হিসাবে লেভী ধার্য করে উক্ত অর্থ দিয়ে একটি উন্নয়ন তহবিল গঠন করে সুন্দরবন এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের উপকার করা হবে এবং এ অর্থ দ্বারা সুন্দরবন সংরক্ষণের কাজে বিনিয়োগ করা হবে।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে অত্যাধুনিক আল্ট্রা সুপার থার্মাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। ফলে এখান থেকে পরিবেশ দূষণকারী কালো ধোঁয়ার উদ্গীরণ বা ছাই উড়ে বায়ু দূষণের সম্ভাবনা নেই। এখানে আবৃত অবস্থায় কয়লা আনা হবে ফলে পানি বা বায়ু দূষিত হবেনা। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে বছরের কোন ঋতুতেই বায়ু প্রবাহ সুন্দরবনের দিকে ধাবিত হয় না। অতএব, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমনী থেকে নির্গত বায়ু সুন্দরবনের দিকে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। অধিকন্তু, বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত চিমনীর উচ্চতা ৯০২ ফুট হওয়ায় বায়ু দূষণেরও কোন সম্ভাবনা নেই। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজনে অতি অল্প পরিমাণ পানি ব্যবহার করা হবে বিধায় এটি পশুর নদীর জন্য হুমকি হবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "চ্যাম্পিয়নস অব দ্যা আর্থ" পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তাঁর পক্ষে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন কোন কর্মকান্ড পরিচালনার প্রশ্নই উঠে না। অতএব দেশের স্বার্থে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির সফল বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছে।

বিদ্যুৎ বিভাগ